মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুরে নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রী করা এবং পণ্যের মোড়কে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মেহেরপুর শহরের তিন ব্যবসায়ীর ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এই অভিযান চালান।

সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অধিক মুল্যে সার বিক্রয়, সার কেনা- বেচার ভাউচার প্রদান ও সংরক্ষণ না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় যায়। যা কৃষকের সাথে জুলুম আইনের পরিপন্থি কাজ। এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিকের নিকট থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে কেয়া স্টোর এবং নিউ কেয়া স্টোরে অভিযান চালিয়ে মোড়কে মূল্য তালিকা না থাকার অভিযোগে নিউ কেয়া ষ্টোরের এর মালিক হাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারে ৮ হাজার টাকা এবং কেয়া স্টোরের মালিক আজিজুল হকের নিকট থেকে একই ধারায় ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে অন্যদের মধ্যে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে

ফেনসিডিল ও মদসহ আটক ২

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার বিভিন্ন জায়গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে ৩৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৮৩ বোতল মদসহ দর্শনা হঠাৎ পাড়ার আব্দুল মালেকের ছেলে জুবায়ের (৩০)ও দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে শিপন ইসলাম (২১)কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ১২ জন স্টাফ, ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের লেফটেন্যান্ট আবিদ আহমেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ১৬ জন সদস্য সহ দর্শনা থানাধীন দর্শনা হঠাৎ পাড়া এলাকায় যৌথ অভিযান করে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী জুবায়ের ও শিপন ইসলামকে ভারতীয় ৩৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৮৩ বোতল ভারতীয় ব্লাক হান্টসহ তাদের বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি মাদক আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাদেরকে দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নারী-পুরুষসহ আটক ৬

মুজিবনগরের ৬ জন নারী-পুরুষকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই মেজবাহুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিড দফাদারের বাড়ির সামনে গোপন বৈঠক করার সময় তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের স্ত্রী সপ্না মন্ডল (৪৭), একই গ্রামের জোসেফ মন্ডলের ছেলে সুদিপ মন্ডল (৩৩) আনন্দবাস (খন্দকারপাড়ার) ফকির মোহাম্মদের ছেলে আ:

আজিজ (৪৬), একই গ্রামের শওকত মোড়লের ছেলে মেহেদী হাসান (২২)মানিকনগর গ্রামের গিয়াস উদ্দীনের স্ত্রী আসমা (৩২) ও আনন্দবাস গ্রামের এনামুলের স্ত্রী লাল ভানু (৪৫)।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত আসামীগন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের সংগঠনের ব্যানারে একযোগে সারা বাংলাদেশের ন্যায় মুজিবনগর থানা এলাকার মধ্যে ১৫০০ থেকে ২০০০ সাধারণ মানুষকে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রলোভনের মাধ্যমে আগামী ২৫শে নভেম্বর ঢাকার শাহবাগে সম্মেলনের নামে জমায়েত হওয়ার আহব্বান করে আসামীগণ ‘অহিংস গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সংগঠনের নাম ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে চলমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতিকে অশান্ত করার জন্য মুজিবনগর থানা এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ও স্পর্শকাতর স্থানে অন্তর্ঘাত ও নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ড করে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের বাড়ির সামনে পরিকল্পনা করছিলো এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার টহল টিম সেখানে অভিযান চালায়।

এমন সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টাকালে আসামী ৬ জনকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান,আসামীগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে-অপরের সহায়তায় ও প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্য একত্রিত হয়ে অবৈধ কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়া 15(3)/25D The Special Powers Act, 1974 ধারায় অপরাধ করিয়াছে তাই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসামীদের নামে নাশকতার মামলা দিয়ে আজ রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে।

সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে মুজিবনগরে যৌথ বাহিনীর জনসচেতনতামূলক অভিযান

নিজের জীবন রক্ষার্থে হেলমেট বাধ্যতামূলক ও অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স করাসহ সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে মুজিবনগরে যৌথবাহিনী অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী,পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। মোটরসাইকেল চালক যাদের মাথায় হেলমেট নেই, ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এবং রেজিস্ট্রেশন বিহীন সকল প্রকার গাড়ি চালক কে জরিমানা সহ জনগণকে সচেতন করা হয় এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে গাড়ির কাগজ, ডাইভিং লাইসেন্স না থাকা ও হেলমেট বিহীন গাড়ি চালকদের জরিমানা করা হয়।

এ সময় সেনাবাহীনীর ওয়ারেন্ট অফিসার জামাল, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

জনসচেতনতামূলক অভিযানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, মটরসাইকেল চালোনোর সময় অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করতে হবে। গাড়ির রেজিট্রেসনের পাশাপাশি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এমন কথা বলে প্রথম পর্যায়ে আমরা যৌথবাহীনীর সমন্বয়ে জনসচেতনতা মূলক অভিযান চালাচ্ছি জনগণকে সতর্ক করতে সীমিত আকারে জরিমানা করছি। পরবর্তীতে সড়কের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা আরো কঠিন অবস্থানে যাবো।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে আওয়ামীলীগের ৬ নেতাকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ অভিযান

চালিয়ে আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মীকে আটক করেছে।

জানাযায় গতকাল রবিবার ও আজ সোমবার দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালায় বিভিন্ন এলাকায় দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামে।

এ সময় পুলিশ জয়নগর গ্রামের আজের আলীর ছেলে ইকরামুল (৪৪) তিতুদহ ইউনিয়নের হুলিয়ামারী গ্রামের আব্দুস ছাত্তারের ছেলে সাজ্জাদুর রহমান ঝন্টু(৫৮)দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর গ্রামের এসকাতের ছেলে সোহাদ আলী (৫৫) ও তিতুদহ ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে আনিছুর রহমান (৪৪)গড়াইটুপি ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের আব্দুল মতিন(৫৩)নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামের রবজেল হোসেনের ছেলে রাশিদুল ইসলামকে (৫৫)আটক করে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এরা প্রত্যকেই তদন্ত মামলার আসামি যার মামলা নং ৯। আজ তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

গত ২৪ ঘন্টার পুলিশী অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি এবং মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও নিয়মিত মামলার ১ আসামি রয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এবং মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

তারা বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেছে।

আজ রবিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে যৌথবাহিনী অভিযানে গাঁজাসহ আটক ৪

মেহেরপুরে সেনাবাহিনী, বিজিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদফতরের পৃথক দুটি যৌথ অভিযানে ২২ কেজি গাঁজাসহ ৪ জন মাদক কারবারিকে আটক করেছেন অভিযানিক দল।

এ সময় আটককৃতদের কাছ থেকে মাদক কেনাববেচার ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) সকালে তাদের পৃথক স্থান থেকে আটক করে। আটককৃত হলো- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ভাগজাতপুর গ্রামের ইসমাইল মন্ডলের স্ত্রী তিলোক জান (৪৫), একই উপজেলার মুন্সিগঞ্জ অক্টোর নগর গ্রামের আসমত ব্যাপারীর স্ত্রী কোহিনুর খাতুন(৫০), মেহেরপুরে গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের নবীনপুরের মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ইন্তাজুল হোসেন ওরফে ইন্তা(৪৮) ও একই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে জয়নাল আবেদীন(৪৬)।

মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেম জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রওশনের নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের জোড়পুকুরিয়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি গাঁজা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা, মাদক

পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ তিলোক জান, কোহিনূর খাতুন ও ইন্তাজুল কে আটক করে। পরে সাহারবাটি ডিসি ইকো পার্কের গুচ্ছগ্রামের জয়নাল আবেদীনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১৪ কেজি গাঁজা, ১৭ বোতল ফেনসিডিল ও মাদক বিক্রয়ের নগদ ২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা উদ্ধার করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনি প্রক্রিয়ায় মাদকচক্রদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৩ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ সোমবার (৪ নভেম্বর) ভোরের দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানা পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান চালিয়ে সি আর মামলার দীর্ঘদিনের ৩ পলাতক আসামীকে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামি তিতুদহ ইউনিয়নের বড়সলুয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রাজন মিয়া (৩০) দর্শনা পৌরসভার পরানপুর গ্রামের মোজাম্মেল মন্ডলের ছেলে নূর আলম (৩৪) ও দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর মাঝপাড়ার হারন অর রশিদের ছেলে হাবিবুরকে (৩০)গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত ৩ জন সিআর ও জিআর মামলার দীর্ঘদিনের পলাতক আসামি। আজ তাদেরকে ৩ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে সোপর্দ করেছে।

কুষ্টিয়ায় বেনাপোল এক্সপ্রেসে অভিযান চালিয়ে ১১ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ জংশনে ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ১১ কোটি টাকার এলএসডি মাদক উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। যেখানে সিটে রাখা চালের বস্তার ভেতর থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মাদক পাচারের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বিজিবি’র ৪৭ ব্যাটালিয়ন কুষ্টিয়ার অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ মাহবুব মুর্শেদ রহমান।

তিনি জানান, তাদের কাছে তথ্য ছিল যে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে ভারতীয় এলএসডির একটি বড় চালান ঢাকায় পাচার করা হচ্ছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা পোড়াদহ রেলস্টেশনে অবস্থান নেন এবং ট্রেনটি পৌঁছানোর পর দ্রুত তল্লাশি শুরু করেন। দীর্ঘ দুই ঘণ্টার তল্লাশিতে, ট্রেনের একটি কামরায় বিশেষভাবে রাখা ২১ বোতল এলএসডি (প্রতি বোতল ৫০ এমএল) উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত এলএসডির আনুমানিক মূল্য ১০ কোটি ৯২ লাখ টাকা। অভিযানে ১৯টি ভারতীয় কম্বলও জব্দ করা হয়, যা মাদক পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। অভিযান চলাকালীন কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। বিজিবি জানিয়েছে, তারা এই ধরনের মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে ভবিষ্যতে আরও অভিযান পরিচালনা করবে।

এ বিষয়ে বিজিবি’র পক্ষ থেকে পোড়াদহ জিআরপি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তদন্ত অব্যাহত রেখেছে এবং তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত হুদাপাড়া মাছপাড়া নামক স্থান দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান পাচার করা হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক হুদাপাড়া বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মো. মজনুল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের ৯৫/৩-এস পিলার হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছপাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ২ টার সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় চালক মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটের ভেতর থেকে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।